দৈনিক
জনকণ্ঠ

# বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চলছে নানা নাটক, দেখা দিয়েছে অস্তিত্বের সঙ্কট, বাড়ছে বিভ্রান্তি

**জনকণ্ঠ রিপোর্ট** ॥ বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চলছে নানা নাটক। দেখা দিয়েছে এর অস্তিত্বের সংশয়। খোদ সরকার জড়িয়ে পড়েছে এই বিভ্রান্তিকর ঘটনাবলীর সঙ্গে। আর অনিবার্যভাবেই এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে চিকিৎসক সমাজের ওপর।

দেশের প্রথম এবং একমাত্র মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়টি আদৌ টিকবে কিনা, টিকলে কি ভাবে টিকবে– এসব নিয়ে প্রশ্ন এখন উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু না বলায় এ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি বেড়েছে আরও। আসলে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এই সব সন্দেহ, জটিলতা চলছিল আগে থেকেই। সেসব আরও বেশি ঘোট পাকিয়ে গেছে গত বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপস্থাপন অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের পর। সেখানে নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজধানীতে একটি জাতীয় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং আইপিজিএমআর ও ১৩ টি মেডিক্যাল কলেজকে এর অধীনে আনা হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তটি নিয়েই আসলে যত বিভ্রান্তি। বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র অধ্যাপক বলেন, "আইপিজিএমআর বলতে কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই বর্তমানে বাংলাদেশে নেই। যে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই নেই তাকে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনার সুযোগ কোথায়? অথচ কতিপয় স্বার্থান্বেষী এভাবে আসলে একটি বেআইনী কাজের সঙ্গে খোদ প্রধানমন্ত্রীকে জড়িয়ে নিল।"

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

## বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল

(১২-এর পাতার পর)

একটি আইনের মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে তৎকালীন আইপিজিএমআরকে অবলুপ্ত এবং উন্নীত করে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে আইপিজিএমআরকে পুনপ্রতিষ্ঠা করতে হলে আর একটি আইনের মাধ্যমেই তা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক এ প্রসঙ্গে বলেন, "সেই সুযোগ বর্তমান সরকারের ভালভাবেই রয়েছে। যে কোন সময়েই তারা এ সংক্রান্ত নতুন আইন করতে পারে। কিন্তু আইন পরিবর্তন না করে অবলুপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানকে কারও অধীনে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ আসলে আইন লঙ্ঘনেরই নামান্তর।" উক্ত শিক্ষক বলেন, "আসলে তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করে দেয়া। সম্ভবত এটির অবয়বকে খণ্ডিত করে তারপর তাকে তারা জাতীয় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা করতে চায়। কিন্তু এ কথাটি মুখ ফুটে উচ্চারণের সৎসাহস তাদের নেই। কারণ সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে– বগুড়ায় জিয়ার নামে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার পাশাপাশি চলমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দেয়ার যুক্তি কি?"

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেখানে কর্মরত সরকারী কর্মচারীরা এর বিরোধিতা করতে থাকে। দাবি করে তারা এটিকে আবার সরকারী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আইপিজিএমআর-এ পরিণত করতে। সরকার পরিবর্তনের পর বিএনপিপন্থী ডাক্তারদের সংগঠন ড্যাবের মদদে কর্মচারীদের এই দাবিটি বেশ জোরালো হয়ে ওঠে। গায়ের জোরে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড পাল্টে দেয়। এমনকি ভিসিসহ কর্তাব্যক্তিদের নেমপ্লেটের নিচে থাকা প্রতিষ্ঠানের নামটি মুছে দেয় আলকাতরা দিয়ে। গত এক বছরের বেশি সময় ধরে চলছে এভাবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে ড্যাবের সভাপতি নিজে নিয়োগ পাওয়ার কারণে, তিনিও এসব নিয়ে কোন রকম উচ্চবাচ্য করেননি। এসব দেখেই মনে করা হচ্ছিল বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হয়ত আর টিকছে না। সরকার প্রথম দিকে বলে, পিজিকে পুনর্প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হবে। কিন্তু সে জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ এবং সুবিধামতো জায়গা ঠিক করতে না পারায় সে বক্তব্য আর বাস্তবতা পায়নি। এখন আবার হঠাৎ করে জাতীয় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত আন্দোলনরত সরকারী কর্মচারীদের কিছুটা হতাশই করেছে বলে জানা গেছে। কর্মচারী নেতৃবৃন্দের কয়েকজন জানান, আসলে ড্যাব নাকি তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তাদেরকে ব্যবহার করে এখন তারা অন্য নামে বিশ্ববিদ্যালয়ই রাখছে। আর সেই সঙ্গে নিজেদের পেশীশক্তিকে সংহত করতে প্রায় দেড় শ' ছাত্রদল ক্যাডারকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়েছে। কেবল তাই নয়, আরও একাধিক প্রতিষ্ঠানকে স্বায়ত্তশাসিত করার পাঁয়তারা করছে।